গাংনীতে বৈষম্য বিরোধীর মামলায় আগাম জামিন পেলেন ২১ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্রদের উপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা সন্ত্রাস দমন আইনের মামলায় দুই দফায় ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জন্য আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ।

আজ বুধবার বিকালে হাইকোর্টের বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান এবং মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ ৯ জন নেতাকর্মীকে ৮ সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে মেহেরপুর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এর আগে গতকাল ১৮ মার্চ একই বেঞ্চের বিচারক এই মামলার ১২ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জামিন দেন।

আগাম জামিন প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু, গাংনী পৌর যুবলীগের দফতর সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জল, সাবেক ছাত্রনেতা বিপ্লব হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ রাজু আহম্মেদ, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আশিকুজ্জামান পিন্টু, ওবাইদুল ইসলাম, রেজাউল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা ইয়ারুল ইসলাম ও রাশিদুল ইসলাম। মামলায় আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন এডভোকেট হুমায়ুন কবির।

উল্লেখ্য, গাংনী পৌর সভার চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা সাবেক সেনা সদস্য জুলফিকার আলী ভূট্টোর ছেলে ইমন বাদী হয়ে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও সহযোগী সংগঠণের ৩৫ জনকে এজাহার নামীয় ও ১০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ সালের (সংশোধনী ২০১২) এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(ক)(খ)/১০/১১/১২/১৩ ধারায়

একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ০২/২৪ ইং, গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ইং জিআর মামলা নং ২২৭/২৪ ইং। মামলাটি বর্তমানে আমলী আদালত গাংনীতে বিচারাধীন রয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, হাইকোর্টেও বেঞ্চে জামিনের জন্য আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক মামলার আসামিদের মধ্যে দুই দিনে ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের অন্তবর্তিন জামিন দিয়েছেন।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের

আহ্বায়কসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দমনে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত অপারেশন ডেভিল হান্টের পঞ্চম দিনে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতিসহ আওয়ামীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন, গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আওয়ামীলীগের ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল(৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও শিবপুর গ্রামের শরিয়ত শেখের ছেলে আরজ আলী(৫০), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোঃ আলতাফ হোসেন(৪৮), মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও একই গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ রাসেল আহমেদ(৩১)। গ্রেফতারকৃতরা মুজিবনগর থানার মামলা নং ০১, তারিখ ৬/০৯/২৪ ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় আসামি। মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সুরোজ মিয়া বাদী হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, উপজেলার সানঘাট গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম(৩০), তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/ ৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪, একই উপজেলার যুবললীগ নেতা রাধাকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সহিব উদ্দীনের ছেলে মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন(৩৫) ও খেদমত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মো:

সাগর (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা গাংনী থানা মামলা নাম্বার ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪ রয়েছে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার হারু শেখের ছেলে মোঃ সোহেল শেখ। তার বিরুদ্ধে সদও থানার মামলা নং ২২, তারিখ ২০/০৩/২০ ইং, জিআর মামলা নং ৭০/২০ ইং, ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনীর ১৯ (ক)।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে শ্যামপুর ইউনিয়নের নেতাকর্মীর সাথে জেলা বিএনপির সাক্ষাৎকার

মেহেরপুর সদর উপেজলার শ্যামপুর ইউনিয়নের নেতাকর্মীর সাথে জেলা বিএনপির সাক্ষাৎকার করা হয়। আজ রবিবার রাত ৯ টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় শ্যামপুর ইউনিয়নের ১, ২, ৫, ৭, ৮, ৯, নং ওয়ার্ডের বিএনপি’র নেতা কর্মীর সাথে সাক্ষাৎকার আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্যামপুর ইউনিয়নের বিএনপি নেতা আবুল হাশেমের নেতৃত্বে আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানে এই সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ,জেলা বিএনপির

সদস্য আলমগীর ছাতু, খাইরুল বাশার হাফিজুর রহমান, মোছাঃ রোমানা আহম্মদ, রেজাউল হক, অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন শামসুর রহমান সুইট, ফজলুর রহমান, মোমিনুল ইসলাম, জলিল ইসলাম, সাইরুল ইসলাম, সোহেল রানা, পলাশ আহমেদ, রিয়াজুল ইসলাম,

কাবরান হোসেন, আরিফ হোসেন শাহেব উদ্দিন, আলী উদ্দিন, আবু বক্কর, উজ্জল, জলিল, ইয়াকুব, গোলাম, জামিরুল ইসলাম, ইসলাম, আকুল, সহ শ্যামপুর ইউনিয়নের নেতাকর্মীর উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি টিকে থাকলে কেউ দেশ দখল করতে পারবে না- শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, নিজেকে নির্বাচিত এমপি দাবি করে সে আমার কাছেও হাটছে, আমার পরে যারা এসে দাঁড়াইছে তাদের কাছেও হাটছে। তারা হাটছে কেনো চুরি করার জন্য। মানুষের ক্ষতি, লুটপাট করার জন্য। বিএনপি লুটপাটকারী দল না। বিএনপি চাঁদাবাজি দল না। বিএনপি গণমানুষের দল।

শনিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজী মোড় এলাকায় উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, তারেক রহমান বলেছে বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে যারা চাঁদাবাজি, দখলবাজি করে তাদের ধরে পুলিশে তুলে দেন। এরা বিএনপি করে না। বিএনপি জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছেন, খালেদা জিয়া এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তারেক রহমান গত ১৮ বছর রক্ষা করেছেন। এখন অনেকে নিজেকে বিএনপি দাবি করছে। বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য কোন রাজনৈতিক দল নিজের জিবন বিপন্ন করে থাকে সে দলের নাম ‘বিএনপি’। বিএনপি যদি দাড়িয়ে থাকে, টিকে থাকে তাহলে বাংলাদেশকে কেউ দখল করতে পারবে না।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বেগম খালেদা জিয়াকে আল্লাহ রক্ষা করেছে। প্রধানমন্ত্রী দাবিদার (শেখ হাসিনা) আরেক প্রধানমন্ত্রী (খালেদা জিয়া) মরে কেন। এত অশ্লীল নিম্নমানের মানুষ তাকে তাড়ানো ছাড়া পথ ছিল না। এখন আসল জায়গায় পড়েছে। কেউ কেউ বলে তিনি শশুর বাড়ি গেছেন। আওয়ামীলীগের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলুর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক কমিটির সদস্য এ্যাড. ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, জেহালা ইউপির চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, কেন্দ্রীয় কৃষকদল নেতা আবু জাফর, এ্যাড. শামিম রেজা ডালিম ও উপজেলা যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশে নেতাকর্মীদের নিয়ে যোগদান

গাংনীতে বিএনপি’র প্রতিবাদ সভায় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের নিয়ে যোগদান করলেন কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও সাবেক মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হোসাইন মোহাম্মদ ও মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মফিজুল ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার সময় এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

যোগদানের সময় কাথুলী ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড খাসমহল গ্রামের নেতাকর্মী সহ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নেতাকর্মীদের মটর সাইকেল বহর নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

কাথুলী মোড় থেকে পা হেটে মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদকের প্রতিবাদ সমাবেশ কে সাফল্য করার লক্ষ্যে সভায় যোগ দেন।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুছাইন মাহমুদ বলেন,

সন্ত্রাসীবাদী আওয়ামী লীগের বিপক্ষে ও ভারত অগ্রাসনের প্রতিবাদে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক জন নেতা বাবলু ভাইয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিবাদ সভাকে সাফল্য করার জন্য আমরা কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মটর সাইকেল বহর নিয়ে যোগদান করবো এবং আজকের সভাকে সাফল্য মন্ডিত করবো।

দামুড়হুদায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে গীর্জা ও মন্দির পাহারা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল এর নেতৃত্বে যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল মৎস্যজীবী দল গত ৫ ই আগষ্ট থেকে নিয়মিত ভাবে ইউনিয়নের বিভিন্ন গির্জা মন্দির সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান ও নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন তাদের গীর্জা মন্দির পাহারা দেবার।

সেই থেকে আজ শনিবার অবধি বিএনপির নেতাকর্মীরা নিয়মিত ভাবে মন্দির ও গীর্জা পাহাড়া দিচ্ছেন ও কেউ যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

এসময় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল তার বক্তব্য বলেন আমরা বাংলাদেশের জনগন। সকলে আমরা ভাই ভাই।এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই।আপনারা নির্ভয়ে বসবাস করবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের দলীয় সকল নেতাকর্মী আপনাদের পাশে আছে।

এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি সংখ্যালঘুদের পাশে অতীতে যেমন ছিলো বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে।এসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সহ এলাকাবাসী এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকে আমাদের গীর্জা ও মন্দির পাহারা সহ নিয়মিত আমাদের সার্বিক খোঁজখবর অব্যাহত রেখেছেন।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে খাসকররা মাধ্যমিক হাইস্কুলে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রাজা, সহ- সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ পিন্টু কাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সহিংসতাকে পরিহার করুন। যারা ভাঙচুর ও লুটপাট করছে এরা কেউ বিএনপির কেউ না। যদি কেউ এধরণের কাজের সাথে লিপ্ত থাকে তবে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও নেতা আরো বলেন, আমাদের এলাকায় যারা সংখ্যালঘু পরিবার বসবাস করে, তাদের পরিবারগুলোকে রক্ষায় সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কেউ যদি তাদের উপরে কোন ধরণের অত্যাচার করে তাদের নিজ হাতে প্রতিহত করতে হবে।

এমপি আনার হত্যাকান্ডে জড়িতদের

ফাঁসির দাবীতে নেতাকর্মীদের অবস্থান কর্মসূচী

ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনানোয়ারুল আজিম আনারের মরদেহ ফেরত ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত খুনিদের ফাঁসির দাবীতে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ মে) সকাল ৮ থেকে বেলা ১১ টার পর্যন্ত এমপির বাসভবনের সামনে এই কর্মসূচী পালিত হয়। এতে কালীগঞ্জ উপজেলা আ’লীগের দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ জনতা হত্যাকারীদের ফাসির দাবী সম্বলিত প্লাকার্ড নিয়ে ওই অবস্থান কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করে।

অবস্থান কর্মসূচী থেকে উপজেলা আ’লীগের সাবেক সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিক ঠান্ডু গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, আমাদের প্রিয় নেতা এমপি আনোয়ারুল আজীমের হত্যার সাথে জড়িত সকল আসামিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। শুনেছি নৃশংশভাবে তাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। আমরা তার মরদেহ বা লাশের টুকরা বা ডেটথ সার্টিফিকেট পেতে সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি। কর্মসূচীতে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, কালীগঞ্জ পৌর আ’লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও পৌর মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য ও উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল ও আ’লীগ নেতা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম সহ সাধারণ জনতা।

অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নেওয়া সাধারণ জনগণের মধ্যে কয়েকজন ক্ষোভে ফুসে উঠে বলেন, শুনেছি আমাদের এমপির শরির কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। খুনিরা কি তার জামা কাপড় জুতা স্যান্ডেলও কেটে কেটে টুকরা টুকরা করেছে। আমরা এমপির ব্যবহৃত জামা কাপড় সামগ্রী ফেরত পেতে চায়। সেই সাথে তারা খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবী জানিয়ে আত্নচিৎকার করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ মে ভারতে গিয়ে নিঁখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারের হত্যাকান্ড নিয়ে তার এলাকায় এখনো ধোয়াশা কাটেনি। ভারত যাবার ১০ দিন পর গত বুধবার (২২ মে) সকালে কলকাতার নিউটাউন এলাকার সঞ্জিভা গার্ডেনে খুন হয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রচার

হয়। এমনকি তার দেহ খন্ড বিখন্ড করা হয়েছে বলেও প্রচার হয়। এখন পর্ষন্ত তার মরদেহ বা দেহের কোন অংশ এমনকি ব্যবহৃত জামা কাপড় উদ্ধারের খবর না পাওয়াতে সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়েই ঘুরছে এমপি কি সত্যই মারা গেছেন ?

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শনে ও নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় এমপি ছেলুন

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শন ও নেতাকর্মিদের সাথে মত বিনিময় করেছেন।

তিনি গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বধ্যভূমিতে এসে বধ্যভূমি পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন।

এ সংগঠনের তৃণমূলের কর্মিরা হলো অত্যন্ত নিবেদিত। তাদের তেমন কোন চাওয়া পাওয়া নেই। তারা আওয়ামীলীগকে হৃদয়ে ধারণ করে। যার প্রমাণ তারা বার বার দিয়েছে। এবারের নির্বাচনেও তারা আওয়ামী লীগকে ভালোবেসে, শেখ হাসিনার প্রতি আস্তা রেখে নৌকায় ভোট দিয়ে আমাকে আবারও নির্বাচিত করেছে। তাদের এই ভালোবাসার ঋণ শোধ হবার নয়। তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকার প্রতি যে আস্তা তার প্রতিদান আমাদের দিতে হবে।

তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু এই দেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখতেন তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।উল্লেখ্য জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার সম্প্রতি বিদেশে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেই তার নিজ এলাকা চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গায় ফিরে আসেন।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,বন ও পরিবেশ বিষয়ক সমরপাদক সহিদুল ইসলাম, সাবেক সদস্য সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন,ইউপি চেয়ারম্যান আসিকুর রহমান ওল্টু,সোহানুর রহমান সোহান,শেখ আসাদুল হক মিকা,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,জেলা মৎসজীবিলীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী ঠাণ্ডু রহমানউৎপলনহক, আব্দুল মালেক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি, জয়নাল আবেদীন, পৌর কাউন্সিলর ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আলাল উদ্দিন, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর ররহমান,যুবলীগের উপজেলা যুগ্ম আহবায়ক ডিটু, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, পাপন রহমান, গোলাম সারোয়ার শামিম, লাভলু, শরিফুল মেম্বার প্রমুখ।

এর আগে এমপি ছেলুন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সাথে দাপ্তরিক কাজের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তিতে এমপি ছেলুন শিক্ষাঙ্গের বেহাল দশার কথা তুলে ধরেন।এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে তদারকি বাড়াতে হবে। ভবিষৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এরপর বধ্যভুমি পার্কের নকসা দেখেন এবং অচিরেই বধ্যভুমি শিশু পার্কের কারার সংকল্প ব্যাক্ত করেন।